ফরিদপুরের ভাঙ্গায় মামাকে পিটিয়ে হত্যা

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় আপন মামাকে হকিস্টিক দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে ভাগিনা ও ভগ্নিপতি। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টার দিকে ভাঙ্গা উপজেলার পৌরসভার ২নং ওয়াড নওপাড়া গ্রামে হত্যার ঘটনা ঘটে।

নিহত আফসার শেখ ওই গ্রামের মৃত্যু এদেন মাতুব্বরের ছেলে। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ফরিদপুর মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় নিহত স্ত্রী বাদী হয়ে মামলার প্রস্ততি নিচ্ছে।

পুলিশ ও নিহতের ছেলে মেহেদি হাসান জানান, গত রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে নিহত আফসার শেখের দুই নাতি সুমন ফকির ও আবির কাজী বাড়ির পূর্ব পাশের বিলে গোসল করতে গিয়ে হাতাহাতি ও মারামারি করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই দিন বাড়িতে এসে সুমন ফকিরকে আবারও মারপিট করে।

মারপিটের বিষয়টি মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টার দিকে ভাগিনা ও ভগ্নিপতির কাছে জানতে চান আফসার শেখ। এ সময় ভাগিনা ও ভগ্নিপতিসহ তাদের লোকজন উত্তেজিত হয়ে বাড়ির সামনে রাস্তার ওপর হকিস্টিক দিয়ে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে হত্যা করে আফসারকে। সংবাদ পেয়ে স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ভাঙ্গা থানার ওসি মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন বলেন, আমরা লাশ উদ্ধার করে ফরিদপুর মর্গে পাঠিয়েছি। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সূত্র: যুগান্তর ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আজ মঙ্গলবার (১০ জুন) দুপুর ২ টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। আহত হারুনুর রশিদ শিংহাটি গ্রামের এনামুল হকের ছেলে।

হারুনুর রশিদ জানান, “আমাদের বাসার সামনের জমিতে তারা ঘেরা ঘেরি শুরু করে দেয়। আমি বাধা দিতে গেলে আমাকে পিছন থেকে শাবল দিয়ে আঘাত করে। পরে আরো তিন-চার জন মিলে আমাকে এবং আমার দুজন প্রতিবন্ধী ভাইকে মারতে থাকে।”

বর্তমানে হারুনুর রশিদ মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

ঝিনাইদহে জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে কৃষককে পিটিয়ে হত্যা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধে নায়েব আলী (৬২) নামে এক কৃষককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নিহত নায়েব আলী উপজেলার মালিয়াট গ্রামের বাসিন্দা। বুধবার সকাল ১০টার দিকে নায়েব আলী বাড়ির পাশে বসে ছিল।

এসময় প্রতিপক্ষের ইউনুছ আলী ও তার ছেলে আল-আমিন এসে তার উপর হামলা করে। তারা বাশের লাঠি দিয়ে উপর্যপুরি পিটিয়ে জখম করে ফেলে রেখে যান। এসময় প্রতিবেশিরা তাকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনার পথে তিনি মারা যান।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, নিহত নায়েব আলীর বোনের জমি কেনে প্রতিবেশি ইউনুছ আলী। ওই জমি দখলকে কেন্দ্র করে দির্ঘদিন ধরে দুই পরিবারে বিরোধ চলে আসছিল। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ সকালে নায়েব আলীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডাক্তার খালিদ হাসান জানান, নায়েব আলীকে হাসপাতালে আনার আগেই মারা গিয়েছিল। ধারনা করা হচ্ছে লাঠির আঘাত ও অতিরিক্ত রক্ষ ক্ষরণের

কারনে মারা গেছে।

কালীগঞ্জ থানার ওসি শহিদুল ইসলাম হাওলাদার জানান, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহ হাসপাতালে রয়েছে, এখন ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হবে। জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছে। আসাামিদের আটকের চেষ্টা চলছে বলে ওসি জানান।

কুষ্টিয়ায় চুরির অভিযোগে রিকশাচালককে পিটিয়ে হত্যা

কুষ্টিয়ায় চুরির অভিযোগে সুরমান আলি (৩৫) নামে এক রিকশাচালককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।

বৃহস্পতিবার (১০ এপ্রিল) সকালে থানাপাড়ার জিকে বালিরঘাট এলাকায় ঝুলন্ত অবস্থায় সুরমানের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত সুরমান জিকে বালিরঘাট এলাকার আব্দুল কালামের ছেলে। তিনি পেশায় রিকশাচালক ছিলেন।

পরিবারের দাবি, চুরির মিথ্যা অভিযোগে একই এলাকার হালিম বিক্রেতা হাকিমসহ বেশ কয়েকজন সুরামানকে নির্যাতন করে হত্যা করে মরদেহ ঝুলিয়ে রেখেছেন।

নিহত সুরমান আলির ছোট ভাই সেলিম বলেন, ‘আমাদের বাড়ির সামনে হালিম বিক্রেতা হাকিমের বাড়ি। তিনি বুধবার সকালে তার বাড়ি থেকে গয়না ও নগদ টাকা চুরির অভিযোগ এনে আমার ছোট ভাই আশরাফুলকে প্রথমে আটকে রেখে বেধড়ক মারধর করেন। এরপর বৃহস্পতিবার দুপুরে আমার বড় ভাই রিকশাচালক সুরমানকে ধরে নিয়ে যান। পরে আমাদের বাড়ি থেকে সবাইকে বের করে দিয়ে তালা ঝুলিয়ে দেন হাকিমসহ তার সঙ্গীরা।’

তিনি আরও বলেন, ‘এরপর থেকে আমরা আমার ভাইকে কোথাও খুঁজে পাইনি। আজ সকালে জিকে বালিরঘাট এলাকায় আমেনা খাতুনের বাড়ির বাথরুমের চালের এঙ্গেলের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় ভাইয়ের মরদেহ দেখতে পেয়ে

পুলিশে খবর দেই। পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যার হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

সেলিম বলেন, ‘বুধবার হাকিম আমার ভাই সুরমানকে ধরে নিয়ে আটকে রেখে ইলেক্ট্রিক শকসহ লাঠি এবং ধারালো অস্ত্রদিয়ে আঘাত ও নির্যাতন করে হত্যা করে মরদেহ ঝুলিয়ে রেখেছেন। আমরা ভাই হত্যার বিচার চাই। বুধবার থেকে পরিবার নিয়ে আমি খোলা আকাশের নিচে রয়েছি বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়া মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. খাইরুজ্জামান বলেন, ‘নিহত সুরমানের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ময়নাতদন্তের পরই প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

ঝিনাইদহে ইউপি সদস্যকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে যখম

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ৮নং পাগলা কানাই ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ কে পিটিয়ে ও কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা।

গতকাল সোমবার (১১ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ইউনিয়নের ঝিনুক মালা আবাসন প্রকল্পের নিকটে এই ঘটনা ঘটে।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত ওয়াদুদ মেম্বর বলেন, সকালে ইউনিয়ন পরিষদে মিটিং এর উদ্দ্যেশে বাড়ি থেকে যাওয়ার পথে ঝিনুকমালা আবাসন প্রকল্পের কাছে পৌছালে জিহাদ. রিপন, হাসান, জাকিরসহ একদল সন্ত্রাসী তার মোটরসাইকেল থামিয়ে কাঠের চলা, রড, হাতুড়ি দাঁ দিয়ে পিটাতে ও কোপাতে থাকে এসময় আমার চিৎকারে লোকজন ছুটে এলে তারা আমাকে উদ্ধার করে সদর হাসাপাতালে ভর্তির উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেয়। পরে সন্ত্রাসীরা আবার আমার গাড়ি রোধ করে আমার উপর হামলার করে মারধর করতে থকে এবং দুই ভেঙ্গে জখম করে দেয়। জনগন ছুটে এলে তারা পালিয়ে যায় পরে আমাকে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে।

তিনি আরও বলেন এরা সবাই আমার পরিচিত এবং সন্ত্রাসী বাহিনির সদস্য। আব্দুল ওয়াদুদ মেম্বর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের চরখাজুরা গ্রামের মৃত শাহাদত মেম্বারের ছেলে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন মামলার প্রক্রিয়া চলছে, আসামীদের বেরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

‘গান গেয়ে গেয়ে’ যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার ৩

চট্টগ্রাম নগরের পাঁচলাইশ থানার একটি ঘটনায় এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে, এবং পুলিশ তিনজনকে আটক করেছে।

মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়, এ তথ্য জানিয়েছেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার কাজী মো. তারেক আজিজ।

সম্প্রতি এক ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে, এক যুবককে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে মারধর করা হচ্ছে। ভিডিওতে যুবকটির পরনে নীল গেঞ্জি ও জিন্স ছিল এবং তার চারপাশে কয়েকজন যুবক চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় গান গাচ্ছে। তাদের হাতে লাঠিও ছিল। পরে ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, ঘটনা ঘটে ১৩ আগস্ট। ওই সময়ে থানায় পুলিশের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য, যা দুর্বৃত্তদের সুযোগ করে দেয়।

১৪ আগস্ট রাতে নগরের প্রবর্তক এলাকা থেকে ২৪ বছর বয়সী মো. শাহাদাত হোসেনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় শাহাদাতের চাচা মো. হারুন পাঁচলাইশ থানায় একটি মামলা দায়ের করেন, যেখানে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করা হয়েছে।

নিহত শাহাদাত নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি থানার পাঁচবাড়িয়া ইউনিয়নের নদনা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন এবং তিনি কোতোয়ালি থানার

বিআরটিসি এলাকায় স্ত্রী শারমিন আক্তারের সঙ্গে বসবাস করতেন।

সুত্রঃ জাগো নিউজ ২৪

গাংনীতে ঘুম থেকে ডাকার অপরাধে স্ত্রীকে পিটিয়ে হাসপাতালে

সকালে ঘুম থেকে ডেকে তোলার অপরাধে স্ত্রী রিমা খাতুন (২৬) কে বাইলিট দিয়ে পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছে স্বামী মিঠু। শুক্রবার সকালের দিকে গাংনী উপজেলার এলাঙ্গী গ্রামে এ মারপিটের ঘটনা ঘটে।

আহত রিমা খাতুন বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে। আহত রিমা খাতুন বলেন, সকালের দিকে রোদ উঠে যাওয়ায় আমি আমার স্বামী মিঠুকে ডেকে তুলি।

এই অপরাধে সে আমাকে প্রথমে কিল ঘুঁষি মারতে শুরু করে। পরে বাইলিট দিয়ে বেদম পিটিয়ে আহত করে। এসময় প্রতিবেশীরা আমাকে তার হাত থেকে উদ্ধার করেন।

মেয়েকে মারপিটের খবর পেয়ে রিমার পিতা মাতা একই উপজেলার ধানখোলা থেকে এলাঙ্গী গ্রামে রিমার শশুরবাড়ি গিয়ে তাকে উদ্ধার করে গাংনী হাসপাতালে নেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরী বিভাগে কর্মরত উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (স্যাকমো) তানভীর বলেন, আহতের শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারের ফোলা জখম আছে। বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এদিকে রিমা জানিয়েছেন, বিভিন্ন কারনে, অকারনে প্রায় মারধর করেন তার স্বামী মিঠু। শুধু ছোট একটা মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে এতদিন সংসার করেছি। আমি এবার আমার উপরে নির্যাতনের বিচার দাবি করছি।

রিমার পিতা আব্দুল গফুর বলেন, মেয়েকে জামায় মারপিট করেছেন এমন সংবাদে সেখানে গিয়ে রিমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছি।